সাহাবীদের সমালোচনা; করা যাবে কি? সমালোচনা কেন করা হয়? জরুরী কিছু কথা - Mau. Mozammel Haque Barisal

আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত সুধিমন্ডলী। আজকে আমাদের আলোচনা: সাহাবীদের সমালোচনা। কুরআন কি বলে?

আমরা কুরআন থেকে শুরু করবো, ইনশাআল্লাহ। সাহাবী হচ্ছেন রাসূল (সাঃ) এর সাথী। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর সাথী যারা ঈমান সহকারে জীবন যাপন করেছেন। ঈমানের সাথে আল্লাহ রাসুকে (সাঃ) কে দেখেছেন, ঈমান সহকারে আল্লাহ রাসূল (সাঃ) এর সাথে জীবন যাপন করেছেন। তারা হচ্ছেন সাহাবী। এই সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহর কুরআন কি বলে? সাহাবীরা, এদের ৩ তা রাংক, ৩ তা স্তর, ৩ তা দরজা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ২ টি স্তর এর কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে একই জায়গায় বলেছেন, এটা হলো সূরা হাজিজ, সূরা হাজিজ এর ১০ নম্বর আয়াত আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُواْ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

- আর কেন তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না, অথচ আল্লাহই আসমান ও যমীনের একমাত্র উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের আগে দান ও যুদ্ধ করেছে তারা অতুলনীয়। তারা পরবর্তীতে দান ও যুদ্ধকারীদের চেয়ে মর্যাদায় অনেক বড়। অথচ আল্লাহ প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (৫৭:১০)

বিজয়ের আগে যারা ব্যায় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা এবং বিজয়ের পরে অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পরে যারা সম্পদ ব্যায় করেছে, যুদ্ধ করেছে দুই দল সমান নয়।

যারা মক্কা বিজয়ের আগে সম্পদ ব্যায় করেছে, যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

যারা মক্কা বিজয়ের আগে সম্পদ ব্যায় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা মক্কা বিজয়ের পরে যারা তাদের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরে তারা আছেন ও অনেক বড়ো রাংক তারা লাভ করবেন আল্লাহর দরবারে।

এখানে ২ তা দল আমরা সাহাবীদের পেলাম: মক্কা বিজয়ের আগে ও পরে।

এখানে আল্লাহ কুরআনে সরাসরি ঘোষণা করলেন মক্কা বিজয়ের আগে যারা তাদের দরজা, তাদের রাংক অনেক উর্ধে থাকবে। এই ২, আর একটা গ্রুপ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

- আনসার ও মুহাজ্জীদের মধ্যে হতে যারা ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী, প্রথম ঈমান এনেছেন, তারা প্রথম ক্ষেত্রের সাহাবী।

তো এগুলি ইমামগণ, তাফসীরকারকগণ এভাবে বন্টন করেছেন যে

- নবুয়াত থেকে হুদায়বিয়াহ এর সন্ধি পর্যন্ত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা এর অন্তর্ভুক্ত। অগ্রবর্তী ও ঈমানের ক্ষেত্রে প্রথমবর্তী।
- ও মক্কা বিজয়ের আগে ও পরে অর্থাৎ হুদায়বিয়াহ এর সন্ধির পরে যারা ঈমান এনেছেন, তারা হুদায়বিয়াহ এর সন্ধির ও মক্কা বিজয়ের পর্যন্ত যারা ঈমান এনেছেন তারা দ্বিতীয় রাঙ্কের
- ও মক্কা বিজয়ের পরে যারা ঈমান এনেছেন, যুদ্ধ করেছেন তারা তৃতীয় রাঙ্কের।

তো সাহাবীদেড় এই ৩ টি স্তর কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যাতে আমরা কখনোই মনে না করি যে সাহাবী মানেই সব সমান। আমরা যেন কখনোই মনে না করি আল্লাহ যা বলছেন তার বিপক্ষে কখনোই আমাদের চিন্তাধারা যেন না যায়।

আর সূরা হাশর এর ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ এই কথা বলেছেন:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

- যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে শহরে বসবাস করেছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা হিজরতকারীদের ভালোবাসে, মুহাজিরদের যা কিছু দেওয়া হয় তার জন্য তাদের অন্তরে কখনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তারা মুহাজিরদের নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অভাবগ্রস্ত হয়। আর যারা তাদের আত্মার স্বার্থপরতা থেকে রক্ষা পায়, তারাই প্রকৃত সফলকাম। (৫৯:১০)

প্রথম যারা ঘর করেছেন মদীনাতে, ঈমান এনেছেন তার ১ নম্বর। এবং হিজরাত এবং আনসার অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ কোর্সহন তাদের সম্পর্কে সূরা হাশর এ বলা হয়েছে তারা পূর্ববর্তীদের জন্য তারা দুয়া করবেন। তাদের প্রতি কোনো হিংসা- বিদ্ধেষ অন্তরে করবেন না।

এই সাহাবীদের ৩ টি স্তর এটা আমরা কুরআন থেকে পেলাম। সাহাবীদের সমালোচনা এটা সম্পর্কে এখন আমরা আসি যে আল্লাহর কুরআন কি বলেন। কুরআন মজীদ আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ

- হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা যাচাই করে নাও, যাতে তোমরা অজান্তে কোন লোকের ক্ষতি না করো এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। (৪৯:৬)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে যদি কোনো ফাসেক যদি কোন খবর নিয়ে আসে তোমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করো। পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে ফাসেকের আনায়ন করা খবর তোমরা গ্রহণ করবে না ,তাহলে তোমরা কোনো জাতির উপর এমনভাবে আক্রমণ করে বসবে ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

এটা হলো এই আয়াতের তর্জমা। শানে নুযুলটা হচ্ছে: বনি মুস্তালিক এর যুদ্ধ তা হয়েছে পঞ্চম হিজরী তে। তো এই যুদ্ধের পরে বনি মুস্তালিকের অধিকাংশ লোকেরা ঈমান এনেছেন। এবং তাদের কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন বনি মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইনি হলেন আবার আল্লাহ রসুলের শশুর। উম্মুল মুমেনিন জুয়াইরিয়া (রাঃ) পিতা হচ্ছেন এই হারিস। আল্লাহ রাসূল (সাঃ) তাকে বলেছেন, আপনার এই অঞ্চলের যে যাকাত আছে, যাকাত উসুল করে, এটা আদায় করে, আপনি কাসে রাখবেন, আমি লোক পাঠিয়ে দিয়ে এটা নিবো। তো ঠিক এভাবেই, হারিস, উনি যাকাতের সম্পাদ, মাল, টাকা পয়সা যা জোগাড় করে রেখেছেন। তো আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এই যাকাতের মাল বনি মুস্তালিকের থেকে নিয়ে আসার জন্য ওয়ালিদ ইবনে উতবা একজন সাহাবী, ওনাকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পাঠিয়ছেন। ওয়ালিদ ইবনে উতবা কিন্তু সিনিয়র সাহাবী, যেহেতু হুদায়বিয়াহ এর সন্ধির পুর্বে এই যুদ্ধ হয়েছে, বনি মুস্তালিকের পঞ্চম হিজরীতে আর হুদায়বিয়াহ এর সন্ধি হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীতে। এখন ওয়ালিদ ইবনে উতবা যখন ওই সম্প্রদায়ের কাছে কাছি কাসে আছে তখন ওই জনপদের লোকের তাকে অভ্ভর্থনা জানানোর জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। উনি এটাকে মনে করছেন যে তারা আমাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। জাহিলিয়াতে এদের সাথে শত্রুতা ছিল, ওয়ালিদ ইবনে উতবা এর গোত্রের সাথে। তো উনি তাদেরকে শত্রু ভেবে, উনি ওখান থেকে পালিয়ে গেলেন আর আসলেন না। পালিয়ে মদীনায় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে বললেন, "বনি মুস্তালিকের লোকেরা তারা মোক্তাদি হয়ে গেছেন। তারা দ্বীন থেকে ফিরে গেছেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তারা অগ্রসর হচ্ছিলো, আমি পালিয়ে এসেছি। "

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কে ডাকলেন এবং বনি মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে, এভাবে চিন্তা ভাবনা আল্লাহ রাসূল (সাঃ) করতেছিলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কে এ ব্যাপারে নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কিভাবে তিনি যাবেন, সতর্কতা সহ অগ্রসর হবে, আসলেই তারা মোক্তাদ হয়েছে কিনা, তুমি রাতের বেলায় ওই অঞ্চলের কাছে অবস্থান করবে, ফজরের আজান এর অপেক্ষা করবে। তাদের অঞ্চল থেকে আজানের ধ্বনি আসছে কিনা। এগুলি তুমি দেখবে। এভাবে প্রস্তুতি চলছিল। ইতিমধ্যেই হারিস,

বনি মুস্তালিকের যে সর্দার, উনি মদীনায় এসে রাসূল (সাঃ) এর কাছে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার লোক যাওয়ার কথা আমাদের কাছে। তো লোক তো যায়নি। আপনি কি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন? লোক পাঠাননি?"

তো আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "লোক তো পাঠিয়েছিলাম।"

তখন এই ঘটনাটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে ওয়ালিদ ইবনে উৎবাহ সন্দেহবশত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তো এই বিষয় আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করলেন।

তাহলে দেখা গেলো যে আল্লাহর আইন সবার জন্য। কাজেই একজন সিনিয়র সাহাবী অন্যায় ভাবে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে মিথ্যা খবর দিয়েছেন। তাকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং ফাসেক বলে আক্ষা দিয়েছেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কুরআনে সাহাবীরা অন্যায় করলেও তার সমালোচনা করা হয়। করে কুরআন।

আরেকটা ছোট ঘটনা বলি, সে ঘটনা হলো, সূরা নিসা এর ৯৪ নম্বর আয়াত:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

- হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো, তখন জেনে নাও যে তোমরা কার সাথে যুদ্ধ করছো। আর যারা তোমাদেরকে সালাম দেয় তাদেরকে বলো না যে, "তোমরা মুমিন নও!" - ক্ষণস্থায়ী পার্থিব লাভের আশায়। বরং আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ রয়েছে। তোমরা প্রথমে তাদের মতোই ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন। অতএব নিশ্চিত থাকো! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৪:৯৪)

এ আয়াতের অর্থ, আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হও, পরীক্ষা নিরীক্ষা করো। যে তোমাদেরকে সালাম দে তুমি তাদেরকে বোলো না যে তুমি মুমিন নও।

আল্লাহ বলেন, তোমরা কি দুনিয়ার ধন-সম্পদ আহরণ করার জন্য বের হয়েছো? আল্লাহর কাছে তো সব সম্পদ জমা আছে। তোমরা তো এর আগে এরকম ই ছিলে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা করো- অর্থাৎ মুহাল্লাম এর এক ব্যাক্তিকে সেনাপতি নির্বাচন করে সাহাবী ছোট্ট একটি যুদ্ধ দল, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পূর্বক্ষণে এটা পাঠিয়েছিলেন। তো সেখানে এই মুসলমান রা গেসে, তাদের আগমন টের পেয়ে সব মুশরিক রা পালিয়ে গেলো। একটা লোক যায় নি। সে ঈমানদার ছিল, তার ঈমান সম্পর্কে তার জাতি জানতো না। ওই লোকটা একই, ওনার নাম হচ্ছে Amr bin Al-Adbat। সেনাপতি Muhallam bin Juthamah কে সালাম দিলো। কিন্তু সেনাপতি মনে করলে যে ও জীবন রক্ষা করার জন্য সালাম দিয়েছে। এই মনে করার কারণে তাকে হত্যা করে ফেললো। Muhallam bin Juthamah সেনাপতি তাকে হত্যা করে ফেললো। তো এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করলো ।

Muhallam bin Juthamah খুবই লজ্জিত হলো। মদীনায় জুমার দিনে রাসূল (সাঃ) এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য গেলেন কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার পক্ষে দুয়া করলেন না এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন না। তখন এই লোকটা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেলো এবং কিছুদিন পর তার মৃত্যু হলো।

তো আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার জনো দোয়া না করার কারণ হলো যে কুরআন নাজিল হয়ে গেছে এবং কুরআনের বিপক্ষে তো আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কোনো দুয়া করতে পারেননা। এজন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার জন্য দুয়া করেন নি। তো লোকটা মারা গেলো, মারা যাওয়ার পর তাকে দাফন করা হলো কিন্তু কবরের মাটি তাকে গ্রহণ করছে না। দেখা গেলো যে, তার লাশ পরের দিন সকালে কবরের বাইরে। আবার দাফন করা হলো, দ্বিতীয় দিন একই অবস্থা দেখা গেলো, তৃতীয় দিন ও একই অবস্থা দেখা গেলো। তারপর সাহাবীরা তাকে একটা সরু গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে, পাথর চাপা দিয়ে তাকে সেখানে এভাবে সমাধিত করলো।

পরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে খবর জানানো হলো, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, কবরের মাটি এর চাইতেও বোরো পাপিকেও স্থান দেয়, গ্রহণ করে। এই

লোকটার ব্যাপারে মাটি এভাবে আচরণ করলো এই জন্য যে আল্লাহর হুকুমে মাটি তোমাদেরকে দেখতে চায় যে একজন মুনিন কে হত্যা করা কত বড় অপরাধ। এইটার জন্য তার লাশকে মাটির বাইরে নিক্ষেপ করছে। এই ঘটনা সাহাবীদের সমালোচনা কুরআনে।

তিন নম্বর আয়াত হলো: এটা হলো সূরা নিসা এর ১২৩ নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলেন:

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

- আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাদের ইচ্ছার দ্বারা নয়, না আহলে কিতাবদের ইচ্ছার দ্বারা! যে কেউ মন্দ কাজ করবে তাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং আল্লাহ ছাড়া তারা কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। (৪:১২৩)

তোমাদের আকাঙ্খা কোনো কাজে আসবে না, আহলে কিতাব দেড় আকাঙ্খাও কোন কাজে আসবে না। যে খারাপ কাজ করবে তাকে তার শাস্তি দেওয়া হবে।

এই আয়াতের শান এ নুযুল তা হলো: আহলে কিতাব ও মুসলমাদের তর্ক। আহলে কিতাব রা বলে আমরা তোমাদের আগে বেহেস্তে যাবো। তোমাদের আগে আমরা ঈমান এনেছি, তোমাদের আগে আমাদের কিতাব, আমাদের নবী। আমরা সিনিয়র, আমরা তোমাদের আগে বেহেস্ত যাবো।

আর মুমিনরা বলে, আমরা তোমাদের আগে যাবো। আমাদের রাসূল জীন ও ইনসানের রাসূল।

আমাদের রাসূল সর্বশেষ রাসূল আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক সম্মানিত সাহাবী একরাম।আমাদের মধ্যে সব ভালো কিছু আছে কাজেই আমরা আগে বেহেস্তে যাবো। এই তর্কের সমধানে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করলেন,

হে মুমিনগণ, তোমাদের আশা, তোমাদের আকাঙ্খা-কল্পনা এবং আহলে কিতাব দের আকাঙ্খা-কল্পনা এটা কোন কাজেই আসবে না। খারাপ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

আমরা কিন্তু অনেক সময় এরকম এক শ্রেণী আলেমের মুখে শুনতে পাই, যে যারা সাহাবী, যাদের নামের সামনে (রাঃ) বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন সব। এটা একটা কল্পনা। এটাই আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের কল্পনা আর আহলে কিতাবদের কল্পনা, তারা মনে করে যে আমাদের পূর্বপুরুষ ৪০ দিন গোবৎস পূজা করেছিল, আমরা দোজখে গেলে ৪০ দিন পর বের হয়ে গেলো।

খারাপ করলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাহলে কুরআনে আমরা দেখলাম সাহাবীদের সমালোচনা কুরআনে আছে।

এখন সাহাবীদের আমরা সমালোচনা করি, এটা কেন করি? আমাদের যেটা করার অধিকার নাই। এ সম্মন্ধে অনেক কথা ইতিমধ্যে আপনাদেরকে বলা হয়েছে। পরচর্চা, পরনিন্দা- এগুলি খুবই খারাপ কাজ। আমরা তারপরও সাহাবীদের সমালোচনা করছি, তো এটা কেন করছি আমরা?

কারণটা হলো এই, এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি, আমরা আলেম সমাজ, কুরআন প্রচারের দায়িত্ব আমাদের উপরে। মানুষেরা আমাদের কাছে প্রশ্ন করবে কিন্তু আমরা এমন কিছু বিষয় দায়বদ্ধ যে যে বিষয়গুলির জবাব দেওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহাবীদের সমালোচনা করতে হচ্ছে। যেমন দেখেন, মহাবিয়া (রাঃ) এর সমালোচনা করা হচ্ছে। এটা কিন্তু আমরা বা অন্যান্য রিসার্চার বা স্কলার তারাও কিন্তু এই সমালোচনা করেছেন, ইতিহাসে আছে।

কারণটা হচ্ছে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নবুয়াত লাভ করার পরে ১৩ বছর মক্কায় থাকেন, ১৩ বছর পর হিজরত করেন, হিজরতের পর ১৮ মাস পর বদর এর যুদ্ধ হয় এবং ওই সময় জিহাদের এর ফরজ এর আয়াত নাজিল হয়। তো, মদীনার জীবন আল্লাহ রাসূল (সাঃ) এর ১০ বছর, তার থেকে বাদ গেলো ১৮ মাস। থাকলো সাড়ে ৮ বছর। এই সাড়ে ৮ বছরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ৮৫ তা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। পরে তিনি আল্লাহর দ্বীন কে প্রতিষ্ঠা করেছেন, কুরআনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বিজয়ী হজ্জের ঘোষণা লাভ করেছেন। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

আজকে আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম। এবং ইসলাম কে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম। জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম। আর এর পরে আর কোন নিয়ামত আসবে না।

নিয়ামতের সমাপ্তি। অর্থাৎ কুরআন আসবে, আসমানী কিতাব আসবে না। কোনো নবী আসবে না।

তো এই ঘোষণায় আমরা নিশ্চিত যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার জীবনে সাহাবায়ে কেরাম দের কে নিয়ে সম্পূর্ণ দ্বীন তিনি প্রতিষ্টা করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকাল করার পরে এই দ্বীনের হেফাজত এবং এই দায়িত্ব খুলাফা-এ-রশিদীন লাভ করেছেন। তারা একের পর এক ৪ জন খলিফা এই দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্ব পালন করার পরে হঠাৎ আলী (রাঃ) এর শাহাদৎ এর পর এই খুলাফা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্টিত হলো।

এখন এটা আমাদের কাছে আমজনতা জিজ্ঞাসা করবে, আল্লাহ যে খিলাফত কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আল্লাহ রাসূল (সাঃ) সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, খিলাফত সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, **তাহলে রাজতন্ত্র কিভাবে আসলো?**

এ প্রশ্ন এমন এক প্রশ্ন যে এটাকে কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এটা এড়িয়ে যাওয়ার মতো প্রশ্ন নয়। এখানে আমাদের বাধ্য বাদ্ধকতা, যেখানে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, **২ টি যুদ্ধে ৭০ হাজার মুসলমানদের প্রাণ গিয়েছে।** এইখানে হজরত আলী (রাঃ) ও তার সাথীরা খিলাফত কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং **মুয়াবিয়া ও তার সাথীরা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই যুদ্ধটা করেছেন।** ৭০ হাজার মুসলমানদের রক্তের বিনিময় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। **এখন এই রাজতন্ত্রের ফাউন্ডার মুয়াবিয়া।**

এখন আমরা কি বলবো, মুয়াবিয়া ছাড়া অন্য কারো নাম কি আছে যার নাম আমরা বলবো? আপনারা এক শ্রেণীর আলেম রা আছেন আটকে উঠেন, সাহাবীদের সমালোচনা! তো এখন আমরা কার সমালোচনা করবো আপনারা বলে দেন। যে রাজতন্ত্র তা মুয়াবিয়া করে নয় বা কোনো সাহাবীরা করে নাই, অমূল খ্রিস্টান, রাজতন্ত্র তা করেছে বলেন-বলতে পারছেন না !

আপনাদের এই ইতিহাস বলা হলে আপনারা একটা বলেন যে, এই ইতিহাস ভুল। আপনারা এটা ভুল বলছেন। আমরা কিন্তু বার বার আপনাদের অনুরোধ করছি ,আমি নিজে আপনাদের আলেম্‌দের সাথে যাদের সাথে আমার সাক্ষাত সম্ভব হয়েছে। তারাও বলছেন যে ইতিহাস ভুল। তো ভুল যদি হয় আপনারা সঠিক ইতিহাস আমাদেরকে দেন। আমরা তাহলে আর বলবোনা এই ভুল ইতিহাস। মৌদুদী, উনি একজন পাকিস্তান আমলের লোক। **পাকিস্তান- বাংলাদেশ মিলে এখন মোট ১৭৫ বছর পার হয়ে গেলো। এর মধ্যে আপনারা শুধুই বলে গেলেন যে ইতিহাসটা ভুল। এই সঠিক ইতিহাসটা লেখার মতো আপনাদের মধ্যে একটা লোক সৃষ্টি হয় নি।** তো আপনারা কি লেখেন, আর কি পড়ান, আর কি সেখান- বলেন!

মুখে বলবেন ভুল। এই ভুলটা কি সংশোধন করে দিয়ে বলি যে আগের ইতিহাসটা ভুল, এটা ঠিক। মুফতি আমিন উল শাহ যে ইতিহাসটা লিখেছেন, এই ইতিহাসটা পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসার সিলেবাসে ছিল। এই আমাদের সময় এটা আমাদের বই ছিল। সেই সিলেবাসের বই এখনো আমার কাছে আছে। এই আপনারা বইল আপনারা সেই সময় যদি বলতেন ভুল, তো এই বইটা তো মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস হতে পারতো না। কাজেই আপনাদের কাছে অনুরোধ, যে আপনারা, আমরা উভয় কিন্তু আল্লাহর কাছেই যাবো।

এতে কোন সন্দেহ নাই। এটা আপনারাও বিশ্বাস করেন আমরাও বিশ্বাস করি। দুই দলে যুদ্ধ করছে, কোন দলকে কাফের বলা হয় নাই। আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তারা কি? কাফের না ফাসেক না মুনাফিক? কি? আলী (রাঃ) তারা কিছুই না। তারা শুধু, মানে নেতার আনুগত্য অস্বীকার করেছে। এইটা তাদের অপরাধ। এবং এই অপরাধটা এই যে মুয়াবিয়া,র আমরা সমালোচনা করি। এর কারণগুলো দেখেন।

কারণ হল যে কোরআনে যা আছে আমরা তো সে কথা সবাই বলতে বাধ্য। আপনি আমি সবাই মুমিন যারা তারা। এখানে আল্লাহ যেটা কোরআনে বলেছেন:

আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্য এবং তোমাদের নেতার আনুগত্য।

হযরত আলী (রাঃ) একজন বৈধ খলিফা। কোনভাবেই তার এই খেলাফতের যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। কোন সন্দেহ ছিল না এর মধ্যে। তিনি বৈধ নেতা। এই

নেতার আনুগত্য করার জন্য কোরআনে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। মুয়াবিয়া সরাসরি হযরত আলী (রাঃ) এর এই আদেশ অমান্য করেছেন। আর খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর পরই উসমান গনি (রাঃ) এর জমানায় যত লোক প্রাদেশিক গভর্নর ছিল সবাইকে তিনি বরখাস্তের জন্য অর্ডার দিছেন। সবাই মেনেছে শুধু মুয়াবিয়া মানে নাই। এখানে তিনি ডাইরেক্ট কোরআনকে অমান্য করেছেন।

তারপরে সূরা তওবার ১০০ নম্বর আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

- আর যারা অগ্রগামী, অর্থাৎ যারা প্রথম হিজরতকারী এবং সাহায্যকারী, এবং যারা সৎভাবে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করেছেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই চূড়ান্ত সাফল্য। (৯:১০০)

সাহাবীদের মধ্যে যারা অগ্রগামী, যারা ঈমানে অগ্রবর্তী- তাদের পরবর্তীরা যখন তাদের নিষ্ঠার সাথে তাদের আনুগত্য করবে- যারা নিষ্ঠার সাথে এই সিনিয়রদের আনুগত্য করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। কাজেই মুয়াবিয়া তাদের সাথে বিদ্রোহ করেছে যুদ্ধ করেছে। কাজেই এখানে সাহাবী যে রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু পাওয়ার লকব, এটা পাওয়ার সে যোগ্য না।

কি ভুল করেছি আমি? যে এই সিনিয়রদেরকে যারা নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য করবে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে সে এটা অন্যায় করেছে। যেখানে সাহাবীদেরকে সম্মান করতে বলা হয়েছে, সেখানে সিনিয়র সাহাবীদের সে হত্যা করেছেন। হজরত ইবনে আদি একজন সিনিয়র সাহাবী তাকে হত্যা করা হয়েছে। কি অপরাধ ছিল?

এই যে অপরাধগুলি সে করেছে। ডাইরেক্ট কোরআন থেকে, আমরা নিজেরা বলি না। আমরা তো হাদিস থেকেও না দুর্বল সূত্র থেকেও কথা বলছি না।

ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ মোমিন হত্যা করলে তার জন্য জাহান্নাম। সে জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

এটা কোরআনের আয়াত। হজরত ইবনে আদি কি অপরাধ করেছে বলেন? আপনারা বলেন, ইতিহাস ভুল তো আপনারা সঠিক ইতিহাস বলেন। হজরত ইবনে আদি কি করেছে যার জন্য তাকে খুন করা হল ?

তার অপরাধ ছিল যে আলী (রাঃ) কে হাসান-হোসাইনকে রিয়াদ ইবনে সুমাইয়া জুমার দিন খুতবার মধ্যে গালিগালাজ করে নামাজ বিলম্ব করতেছিল। তিনি তখন তার দিকে একটা কঙ্কন নিক্ষেপ করেছিলেন। তখন সে নামাজ আদায় করল। আর পরে মুয়াবিয়ার কাছে অভিযোগ করল। মুয়াবিয়া হজরত ইবনে আদিকে ডেকে দরবারে নিয়ে সিরায় নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যার আদেশ দিল। তাকে হত্যা করা হলো।

এগুলি যে করেছে, আমরা এগুলি বলব না। এগুলি তো আমরা কোরআনের সাথে সব মিল রেখে আমরা কথা বলছি। আমরা তো বানিয়ে বলছি না কিছু।

তো এখানে এই দৃষ্টিকোণ যে, আমরা সমালোচনা কেন করি? সেটার জবাব হলো যে আমরা কার কথা বলব, যে সাহাবীরা ছাড়া এই রাজতন্ত্রটা কারা করেছে। আমরা বলতে বাধ্য। সত্যটা বলতে আমরা বাধ্য। এবং মানুষকে এটা আপনি না জানিয়েও পারবেন না। যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সারাজীবন এত মেহনত করে এই খেলাফত প্রতিষ্ঠা করলেন পৃথিবীতে, সেইটা ধ্বংস করে রাজতন্ত্রে ফিরে আসল। এটা কে করলো? এর ফাউন্ডারটা কে? কাজেই এখানে তার নাম আমরা বলতে বাধ্য। এখন আপনারা অভিযোগ করেন, আমাদের বিরুদ্ধে যে আপনারা সাহাবীদের সমালোচনা করেছেন। এখানে আপনার একটা সত্যকে লুকাচ্ছেন। ডাইরেক্ট। একটা সত্যকে আপনারা এখানে লুকাচ্ছেন।

আপনারা মানুষকে সত্য থেকে আপনারা বিমুখ করছেন। মানুষকে আপনারা সত্য জানাচ্ছেন না। সে বিষয়টা হল এই যে মুয়াবিয়া হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাতের পরে ৪১ হিজরীতে ক্ষমতায় আসে। এরপরে ৬০ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। তো এই ৪১ থেকে ৬০ পর্যন্ত মুয়াবিয়া এবং তার অধীনস্থ যত প্রাদেশিক গভর্নররা ছিল,

সবাই জুমার দিন শুক্রবার দিন জুমার খুতবার মধ্যে, খুতবার শেষে হযরত আলী (রাঃ), হাসান-হোসাইন এদেরকে তারা গালি দিত। এটা ছিল সুন্নত। এবং এই মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পরেও এটা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ৯৯ হিজরী থেকে ১০১ হিজরী- ওমর ইবনে আব্দুল তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি অর্ডিনেন্স জারি করলেন যে জুমার খুতবায় এই ধরনের গালিগালাজ আর করা যাবে না।

এর পরিবর্তে তোমরা সূরা নাহালের ৯০ নাম্বার আয়াতটা তোমরা পড়বে।

এই আয়াতটা কিন্তু সকল খুতবার শেষে এই আয়াতটা আছে। এটা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ প্রত্যাবর্তন করেছেন। এবং মুয়াবিয়া ৪১ হিজরী থেকে ১০০ হিজরী- এই ৬০ বছর পর্যন্ত মুয়াবিয়া হযরত আলী (রাঃ) এবং হাসান-হোসেনকে গালি দিয়েছেন জুমার খুতবায়। আপনারা এই কথা কি বলেছেন কোনদিন? আপনারা বলেন আমাদেরকে বা অন্যান্য বিভিন্ন রিসার্চ স্কলার যে সাহাবীদের সমালোচনা করেছে।

কিন্তু সাহাবীদের সমালোচনা প্রকৃত করেছে মুয়াবিয়া এবং তার শাসন আমেলে যত প্রাদেশিক গভর্নর ছিল তারা জুমার খুতবায় করেছে সাহাবীদের সমালোচনা। হযরত আলী (রাঃ) এমন সিরিয়াস সাহাবী যে ১০ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করছেন। আল্লাহ রাসূল (সাঃ) এর নবুয়ত আসার সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করছেন। ইমাম হাসান-হোসাইন- যারা জন্মের পরেই সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর কোলে যারা মানুষ হয়েছেন। জন্ম থেকে তারা সাহাবী। এদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এটা মানুষ জানতে চাবে না? বলেন কে করেছে? এজিদ করে নাই তো এটা কে করেছে? আপনারা এই সত্যকে লুকান। যে লোকটার শাসন অধীনে ৬০ বছর পর্যন্ত সাহাবীদেরকে গালি দিল।

সেটা আপনারা একবারও বলেন না। কে মুয়াবিয়ার সমালোচনা করেছে, তাকে আপনারা বলছেন সাহাবীদের সমালোচনা। তা আপনারা কি সত্য গোপন করছেন না?

আল্লাহর কাছে যেতে হবে। দুনিয়ার বাহাদুরী এটা থাকবে না। যদি অসত্যের আশ্রয় কেউ নেই, আমরা আলেমরা কোনভাবেই ক্ষমা পাব না। সাহাবীদেরকে

বলছে অন্যায় করলে শাস্তিভোগ করতে হবে। কোন দলবল সেখানে কাজে আসবে না। তাইলে এখন আপনারা এই

সত্য লুকিয়ে, আপনারা এ কথাগুলো মানুষকে উল্টাভাবে বলছেন। যারা সমালোচনা করল তাদের নাম না বলে, যারা করে নাই বা করলেও ন্যায়সংতভাবে করেছে- কিন্তু আপনারা তাদের কথাটা বলছেন না।

মুয়াবিয়ার ব্যাপারে আমরা যে অপরাধগুলি কোরআন থেকে প্রমাণ করছি- হযরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে এরকম কোন প্রমাণ আপনাদের কাছে আছে? ইমাম হাসান-হোসনের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে এরকম অন্যায়ের? তাদের সমালোচনা করা হলো। আর ৬০ বছর পর্যন্ত মেম্বারে বসে করা হলো আপনারা সেটা লুকিয়ে রেখেছেন। আর বলেন অমুক স্কলার, তারা সাহাবীদের সমালোচনা করেছে। আমি সর্বশেষ কথা আপনাদেরকে বলি সূরা

জুমারের ৩০,৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

-হে রাসূল! আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। তারপর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমরা রবের সামনে তোমরা তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হবে।

অন্য কোন উম্মতকে দেওয়া হয় না সুযোগ। হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে তর্ক করবে- এটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেয়ামতের দিন তোমরা রবের কাছে রবের সামনে তোমরা তর্ক বিতর্ক এ লিপ্ত হবে। এই সুযোগটা আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন। এইটা সম্পর্কে আপনারা তাফসীর দেখেন।

এই তর্ক-বিতর্ক এটাই বলা হয়েছে যে কেন তোমরা হযরত আলী বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? কেন তোমরা রাসূলের কলিজার টুকরা হাসান-হোসাইনকে তোমরা হত্যা করেছ? কেন তোমরা এই মানুষকে মিথ্যা কোরআনের সাথে মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজি করে তোমরা হযরত আলী (রাঃ) কে ঠকিয়েছো? আলী (রাঃ) কি যুদ্ধে

হেরেছেন? তিনি যুদ্ধে হারেন নাই। তিনি পরাজিত হন নাই। তাকে পরাজিত করা হয়েছে কোরআনের সাথে বেইমানী করে, ষড়যন্ত্র করে। বলা হয়েছিল যে কোরআনের ফয়সালা মানবো। পরবর্তীতে কোরআনকে তারা পিঠের পিছে নিক্ষেপ করে তারা ষড়যন্ত্র করে হযরত আলী (রাঃ) বিপদগ্রস্ত করেছেন।

এইটা সেইদিন আমরা ঝগড়া করব। আমাদেরকে আপনারা বলেন সমালোচনা করে। আর আমরা বলছি আপনারা সমালোচনা করেন। এখন কে সত্য সেদিন এটা প্রমাণ হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই সুযোগ দিবেন। সূরা জুমারের ৩০ এবং ৩১ নাম্বার আয়াত। সেইদিন আপনারা কি দলিল উপস্থাপন করতে পারবেন ? আমি অনুরোধ করব যে আপনারা মুসলমান হিসেবে রেডি হন। সেইদিন কি যুক্তি আপনাদের কাছে আছে? কি সহীহ ইতিহাস আপনাদের কাছে আছে যে আপনারা এইভাবে একটা জিনিসকে ধামাচাপা দিচ্ছেন? আপনারা পৃথিবীর কোন একটা শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক দলকে আপনারা সমর্থন করেন বলেই আপনারা মাবিয়াকে কদর সাহাবী, বুজুর্গ সাহাবী, এজিদ আল্লাহর ওলি- এইসবগুলো আপনারা মিথ্যা প্রচার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেইদিন আল্লাহর কাছে যখন এই ঝগড়াটা হবে, এই বিতর্কটা হবে, সেদিন আপনারা জিততে পারবেন? মাবিয়ার পক্ষের বিপক্ষে দুই দল একটু বসেন না তর্কে। দেখেন কে জিতে। কাজেই আমি আপনাদেরকে সতর্ক করছি। আর আমাদের কাজ হলো যে- নবী রাসূলরা যে বাসিরা ও নাজিরা, আমরাও নবী রাসূলদের ইন্তেকারের পরে সমস্ত আলেমরা আমরা বাশিরা ও নাজিরা। এই দায়িত্বে আমরা আছি। সেই হিসেবে আপনাদেরকে বললাম যে সেদিন আল্লাহর দরবারে যে তর্কটা হবে সেই তর্কে আপনারা জিততে পারবেন? সে দলিল আপনাদের কাছে আছে ? প্রমাণ আছে? কাজেই যদি নাই পারেন তাহলে অহংকার বর্জন করে আপনারা সত্য কথাগুলো বলেন। মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে আপনারা ফেলবেন না। মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত যে কি হবে। সত্যটা কি ? তো এজন্য আমি এখানে আমার কথাটা বলে সমাপ্ত করছি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

https://www.youtube.com/watch?v=JCtzbkxGJAk